দৃশ্যান্তর

জামিল হাসান সুজন

সারা আকাশ উপুড় হয়ে আছে তার দিকে। কোটি কোটি নক্ষত্রের মেলা। দূরে নিষ্প্রভ পান্ডুর চাঁদ। নদী থেকে একটা শীতল হাওয়া আসছে। দূরে কোথাও কুকুর ডেকে উঠলো। গভীর নিশুতি রাতে দু'চোখে ঘুমের জোয়ার। কিন্তু তবু সে ওঠে। মাটির ভেজা স্পর্শ তার শাড়ী আর পরিধেয় বসনে লেপ্টে আছে। যারা আনন্দ করলো তারা ওকে কিছু টাকা দিয়ে গেছে। এ টাকা দিয়ে আগামীকাল বেঁচে থাকা যাবে। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ হলে অনেক দিন বেঁচে থাকা যায়।

একটি চমৎকার, সুন্দর, উজ্জ্বল সকাল। ভবানীগঞ্জের হাট ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ঘাটে বাঁধা শ্যালো নৌকাগুলো সওয়ারী নেওয়ার জন্য হাঁক ডাক শুরু করে দিয়েছে। ' অ্যাই তাহেরপুর- - তাহেরপুর।'

সে একটি নৌকায় উঠে। কোনার দিকে এক জায়গায় চুপ করে বসে। মাঝি মাল্লারা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। তার অবিন্যস্ত বেশ-ভূষণ আর চেহারার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে - এ কোন খারাপ মেয়েছেলে।

লোকজনে নৌকা পূর্ণ হয়। সে ছাড়া আর সবাই পুরুষ যাত্রী। বেশিরভাগই ব্যবসায়ী। তাদের কথাবার্তা আর বিড়ির ধোঁয়ায় উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। নৌকার ইঞ্জিন চালু করা হয়। প্রচন্ড শব্দ আর ঢেউ তুলে নৌকা অগ্রসর হয়। দু'ধারে সবুজ গ্রাম সদ্য স্নাত কোন শরীরের মত সূর্যের নবীন রশ্মিতে চিক্ চিক্ করছে।

মাঝিদের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী লোক একটু পর পরই তাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ইংগিত করছে। সবাই হেসে উঠছে। সে কিছু বলে না, চুপচাপ মাথা নীচু করে থাকে আর মাঝে মাঝে পানির দিকে তাকিয়ে থাকে।

মাঝবয়সী লোকটি একটু পরে সবার কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া শুরু করে। তার কাছে এসে বলে, ' এই মাগী, ভাড়া দিবিনা? মাগ্না যাবি নাকি?' সে মুখ তুলে একবার তাকায়, কিছু বলেনা।
'কিরে কথা বুলতেছিস না ক্যান্?'
সে শাড়ীর আঁচল থেকে ৫টি টাকা বের করে।
লোকটি দাঁত বের করে হাসে। ' থ্যাক্ তোক্ দেওয়া লাগবিনা - - - (নীচু কন্ঠে) দিবি নাকি, হবে?'
সে তার জ্বলন্ত দৃষ্টি লোকটির দিকে মেলে ধরে।
'আবার চোখ রাঙ্গাচ্চে দ্যাখনা - মাগীক্ দিব পানিত্ ফেলা-'
'চুপ কর্ হারামজাদা-' এই প্রথম ঝংকার দেয় সে।
'ওরে বাবা- এ যে আবার রাগও করে, কী ডারলিং- -'
লোকটি দুহাত দিয়ে তার গাল ছুঁয়ে শাড়ীর আঁচল ধরে টানে। সমগ্র নৌকা হো হো করে হেসে উঠে। লোকটি উৎসাহিত হয়ে আঁচল জোরে টেনে ধরে। খসে পড়ে শাড়ী দেহ থেকে।

পরনে ব্লাউজ আর ছায়া নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। কিছু বুঝে উঠার আগেই চোখের পলকে লোকটিকে পানিতে ফেলে দেয়। দ্রুতগামী নৌকা চলতে থাকে। সবাই দেখে লোকটি পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে, ডুব সাঁতার দিচ্ছে আর চিৎকার করছে।

সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সে দৌড়ে নৌকার আরেক প্রান্তে চলে আসে। মাঝিদের ফেলে রাখা রাম দা তুলে নেয়। রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করে সে। রাম দা উঁচু করে ধরে রাখে। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে। শ্যালো মেশিনের ঘর্ঘর শব্দ, নদীর মৃদু স্রোতের শব্দ এবং উদ্দাম বাতাসের শব্দকে ছাপিয়ে তার হাসির শব্দ বিস্তৃত হয়, নদীর দুই তীরে প্রতিধ্বনিত হয়।

নৌকার মাঝিরা এবং যাত্রীরা হৈ চৈ করে উঠে। সে গর্জে উঠে, ‘ চোপ্ কুত্তার বাচ্চারা, একটা মেয়ে মানুষকে অপমান করতে খুব মজা লাগে, না? ইচ্ছা হলে যা না তোদের মাক্ নিয়া, বোনেক্ নিয়া মজা কর্।’ আবারও হাসি। হাসির দমকে তার সমস্ত দেহ দুলে দুলে উঠে। চুল গুলো বাতাসে পত্ পত্ করে পতাকার মত উড়ে। দুই হাতে শক্ত করে রামদা ধরে রাখে। নদী, চলন্ত নৌকা আর এই প্রকৃতির মাঝে দৃশ্যটি বড়ই অদ্ভুত লাগে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী